মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি ২০১২-১৩ অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট বরাদ্দ পেশ করছি।

১

আজ আমি আমাদের নতুন সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে যাবার আগে পশ্চিমবঙ্গের সব মা-মাটি-মানুষকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও সালাম জানাই। আমি বাংলার মানুষের আশির্বাদ, শুভেচ্ছা ও দোয়া নিয়ে এই পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে চলেছি।

স্বপ্ন আমাদের অনেক আছে। কিন্তু আর্থিক দুঃস্বপ্ন, আমাদের ফেলে আসা দিনগুলোর বন্ধুদের ব্যর্থতার অবদানের জন্য দেখতে হচ্ছে।

তবে, আমরা পথ চলতে চলতে সামলাবো কারণ বাংলা মায়ের শক্তিই আমাদের কাজ করবার উৎস।

কবিগুরুর কথায় বাংলার মা-মাটি-মানুষকে স্মরণ করে বলতে চাই—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান॥

২০শে মে, ২০১১ দিনটি সারা বাংলার কাছে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। অগণিত নারী ও পুরুষের সমর্থনে এক অদম্য সাহসী মহিলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৯ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের মত মহান রাজ্যে শপথ গ্রহণ করলেন।

নবজাগরণ ও হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে শুরু হল মা-মাটি-মানুষের সরকারের যাত্রা। এই মহান যাত্রাপথে আজ এই

২০১২-১৩ আর্থিক বছরের বাজেট ঘোষণার দিনটি খুবই ছোটো কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই নতুন সরকার বাংলাকে এক নতুন দিশা দেখাতে চলেছেন, ঠিক যেন, ফীনিক্স পাখির মত ভস্ম থেকে নবজীবন দিচ্ছেন এই মা-মাটি-মানুষের সরকার।

২০১১ সালের ২০শে মে উত্তরাধিকার সূত্রে মা-মাটি-মানুষের সরকার যে আর্থিক অবস্থার সম্মুখীন হলেন

নতুন সরকার কার্যভার গ্রহণ করার সময় রাজ্যের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্গিন। প্রায় দু' লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা নিয়ে রাজ্যের আর্থিক অবস্থায় নাভিশ্বাস উঠেছিল। অতি বাম পন্থার আগুন জ্বলছিল রাজ্যের তিনটি জেলায়। বাস্তবে সেখানে কোন উন্নতি হয়নি, কোন চাকরীর সুযোগ সৃষ্টি হয়নি এবং ঐ তিনটি জেলা অর্থাৎ পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতে, কোন আশার আলো দেখা যায়নি। দার্জিলিং ও তরাইয়ের পার্বত্য অঞ্চল, বিগত সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তিনটি ভিন্ন রাষ্ট্রের লাগোয়া, সাতটি জেলা, অনুন্নত থেকে যায়। কিছু ছিটেফোঁটা কাজ ব্যতীত, সুন্দরবনের অপূর্ব ব-দ্বীপ অঞ্চলটি চূড়ান্তভাবে অবহেলিত ছিল।

রাজ্যের পুলিশী ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণ এই মহান সভা ভালভাবেই জানেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও রাজনৈতিক শক্তির ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হয়।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি রাজ্যের বঞ্চনা সাচার কমিটির রিপোর্টে বর্ণনা করা হয়েছে। সেহেতু নতুন করে আর কিছু বলার নেই।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের অবস্থাও কয়েক দশক ধরে অপরিবর্তিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, জঙ্গলমহলের তপশিলী জাতি ও জনজাতির দুর্দশার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই পিছিয়ে পড়া মানুষদের সামান্যতম প্রতিবাদও

রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার হল। এই মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রত্যেকটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে অদম্য সাহসিকতার সঙ্গে।

অপরিহার্য ঋণের ফাঁদ

যখন মা-মাটি-মানুষের সরকার কার্যভার গ্রহণ করলেন এবং আসল তথ্যের মুখোমুখি হলেন, তখন দেখলেন, যে তাঁরা যে আশঙ্কা করেছিলেন, রাজ্যের আর্থিক হাল তার থেকেও ভয়াবহ। এটা পরিষ্কার হল যে বিগত সরকার সঠিক সময়ে আর্থিক নিয়ম ও বাজেট ব্যবস্থাপনার আইন (FRBM) পাশ করতে আগ্রহী ছিলেন না। অথচ সিকিম বাদে, সমস্ত রাজ্যই এই আইন পাশ করেছিলেন। এই আচরণের পিছনে কারণ হল যে আগেকার সরকার সীমাহীন ঋণ নিয়ে তাঁদের নানা উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, বিগত বারো বছরে এই ঋণের বোঝা ৪৮৬ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৫০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মাথাপিছু হিসাব ধরলে, এই ঋণ সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক শিশু, তার মাথায় ২১,০০০ টাকার ঋণের বোঝা নিয়ে জন্ম নিচ্ছে।

আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল যে এই নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার ঠিক পূর্বে, বিগত সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে FRBM আইন পাশ করে দিয়ে যান, যার ফলে ২০১১-২০১২ সালে, নতুন সরকারের ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা মাত্র ১৭,৮২৮ কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। পরের সরকারের অবস্থাকে আরও সঙ্গিন করার উদ্দেশ্যে বিগত সরকার মাত্র ৩০ দিনের মধ্যে (৮.৪.২০১১-৬.৫.২০১১) এই ১৭,৮২৮ কোটি টাকার মধ্যে থেকে ৫,৭১৩ কোটি টাকা ঋণ তুলে নেন। এই ঋণের বিস্তারিত তথ্য থেকে বিগত সরকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যায়।

এই সরকার এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে আমি গর্বের সঙ্গে জানাই যে আমরা এই ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী কর্মচারীদের বেতন সময়ে দেওয়া হচ্ছে শুধু তাই নয়, এক বিশেষ

প্রচেষ্টায় ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সিস্টেমের মাধ্যমে কর্মচারীদের বেতন এই প্রথম তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাসের ১লা তারিখেই জমা হয়ে যাচ্ছে। আরও বলার কথা এই যে, কোন উন্নয়নমূলক কাজের টাকা আমরা আটকে রাখিনি। রাজ্য এখন এগিয়ে চলেছে নবদিগন্তের দিকে।

মনে রাখতে হবে, এখনও কিন্তু ঋণের ফাঁদ ডেমোক্লিসের তরোয়ালের মত মাথার উপরে ঝুলে রয়েছে। মূলত আগেকার সরকারের ঋণের বোঝার জন্য এ বছরে সুদ ও আসল দেওয়ার দায়ের পরিমাণ ২২,০০০ কোটি টাকা। এই টাকা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরাসরিভাবে সরকারি তহবিল থেকে নিয়মিত কেটে নেয় এবং আমাদের আটকানোর কোন জায়গা থাকে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এবং এই মহান সভার মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা অনুমান করতে পারেন যে, এই ২২,০০০ কোটি টাকায় পশ্চিমবঙ্গে কত হাসপাতাল, কত রাস্তা, কত স্কুল, কত কলেজ তৈরী হতে পারতো। কত সংখ্যালঘু ও তপশিলী জাতি/উপজাতি মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করা যেত। কেইনসিয়ান মাল্টিপ্লায়ার (Keynesian multiplier) অনুযায়ী এই ২২,০০০ কোটি টাকা যদি সরকার উন্নয়নের জন্য খরচ করতে পারত, তাহলে তা থেকে ৮৮,০০০ কোটি টাকার মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GSDP) হত। আগের সরকারের এই বেহিসাবী ঋণ গ্রহণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মতো মহান রাজ্যের বিপুল ক্ষতি হয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই ২২,০০০ কোটি টাকার বার্ষিক সুদ এবং আসল পরিশোধের দায়, যার জন্য মা-মাটি-মানুষের সরকার কোনওভাবেই দায়ী নয়, তার উপর তিন বছরের মরিটোরিয়াম জারী করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বারংবার বলেছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমরা কোন সাড়া পাইনি।

এছাড়াও আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে এই বিশাল ঋণের বোঝাকে পুনর্গঠন করার জন্য—কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

মাননীয় সদস্যগণ, নতুন সরকারের প্রথম কাজ পশ্চিমবঙ্গকে দ্রুত উন্নয়নের রাস্তায় নিয়ে আসা। এই ব্যবস্থা করার সময় সর্বদা গরীব মানুষদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা কিভাবে দূর করা যায় তাকেই কেন্দ্রবিন্দু করে আমরা এগোব।

যদিও কৃষি প্রাধান্য পেতে থাকবে, বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে শিল্পের উপরে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থার উপর থাকবে বিশেষ নজর। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই হবে একটি মূল উদ্দেশ্য।

এছাড়াও সরকার দক্ষতা তৈরি ও দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে।

রাজ্যের উন্নতির প্রধানতম অন্তরায় হল দুর্বল আর্থিক ও সামাজিক পরিকাঠামো। এতেও থাকবে বিশেষ নজর।

এই বাজেট রাজ্যের পশ্চাদপদ অঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছে। পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নই আমাদের দিশা।

২০১২-১৩ সালের প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দের সময় বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর, তপশীলি জাতি/উপজাতি ও অন্য অনগ্রসর শ্রেণীর জনগণের, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের ও মহিলাদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের উপর। এই বাজেটে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর, যাতে তাঁদের সমাজের মূলস্রোতের মধ্যে আসা বাস্তবায়িত হয়।

কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র

কৃষি ও কৃষি বিপণন

২.১। মাননীয় সদস্যগণ, কৃষিই হল গ্রামীণ বাংলার হৃদয়ের স্পন্দন, যেখানে আমাদের ৭০ শতাংশ ভাইবোনেরা বাস করেন। রাজ্য সরকার কিষান মাণ্ডি, বহুমুখী হিমঘর ও অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চয়ের গুদাম তৈরীর কাজে দৃষ্টি দিয়েছেন।

২০১১-১২ সালে মোট খাদ্যশস্যের আনুমানিক উৎপাদন হবে ১৬৬·৩৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১০-১১ সালে ছিল ১৪৮·১০ মেট্রিক টন। এর অর্থ, উৎপাদনে বৃদ্ধি ১৮·২৩ লক্ষ মেট্রিক টন বা বৃদ্ধির হার ১২·৩ শতাংশ।

কৃষি বিপণন দপ্তর, প্রত্যেকটি ব্লকের জন্য একটি করে, ৩৪১টি কিষান মাণ্ডি (কৃষি বাজার) তৈরী করতে চায়। এতে কৃষকরা সরাসরিভাবে তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রী করতে পারবেন। প্রথম ধাপে ৬২টি কিষান মান্ডি, ১৯৯ কোটি টাকা খরচে তৈরী করা হয়েছে।

এবছরে আমাদের লক্ষ্য, প্রত্যেকটি ব্লকে হিমঘর সহ, কোল্ড-চেনের সুবিধা বৃদ্ধি করা।

এ বছরে সরকার প্রত্যেকটি ব্লকে একটি কৃষি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে চায়। এতে প্রত্যেক ব্লকে ৫০০ হেক্টর জমি নিয়ে প্রধান শস্যের একটি প্রদর্শন ক্ষেত্র তৈরী করা হবে। ৫০০ হেক্টর জমি নিয়ে অপ্রধান শস্যেরও প্রদর্শন ক্ষেত্র তৈরী করা হবে। আশা করা যায় যে, এই প্রকল্পের অধীনে ১.৯ লক্ষ হেক্টর জমি আসবে এবং ২.৮ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবেন। এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ২০০ কোটি টাকা।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে কৃষিদপ্তর একটি বড় ধরনের অভিযান শুরু করেছেন কৃষকদের কিষান ক্রেডিট কার্ডের জন্য নথীভুক্ত করার। তার আনন্দজনক তথ্য আমি পরে প্রদান করব।

রাজ্যের ভিতর সংগৃহীত চাল জমা রাখার জন্য, কম করে প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল জমা রাখার ভাণ্ডার চাই। মাননীয় সদস্যগণ, আগেকার সরকারের তৈরী ভাণ্ডারের ক্ষমতা মাত্র ৫০,০০০ মেট্রিক টন, যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল—আমাদের প্রয়োজনের মাত্র ৫ শতাংশ। এটা সত্যিই দুঃখজনক।

এই সরকার ইতিমধ্যেই খাদ্য-শস্য ভাণ্ডারের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য অনেকগুলি গুদাম পণ্যাগার গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্লোগান—"কৃষক আমাদের গৌরব, কৃষি আমাদের সম্পদ"-কে মনে রেখে সরকার এই বছর থেকে প্রত্যেক ব্লকের শ্রেষ্ঠ কৃষককে "কৃষি রত্ন" পুরস্কার দিতে চান। ৫,০০০ টাকার এই পুরস্কার একটি মানপত্র সহ প্রত্যেক বছর ১৪ই মার্চ, কৃষক দিবসে, প্রদান করা হবে।

আমি কৃষি বিপণন দপ্তরের জন্য ১৫০·৪৬ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি যা বর্তমান আর্থিক বছরে যৎসামান্য ৩৫·৯৫ কোটির বরাদ্দের তুলনায়, ৩১৮·৫৩ শতাংশ বেশী।

এ শুধু কথার কথা নয়। একইরকমভাবে আমি কৃষি দপ্তরের জন্য ৩১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি যা বর্তমান অর্থ বছরের বরাদ্দের তুলনায় ১৭·৭৫ শতাংশ বেশী।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ

২.২। প্রাণীসম্পদের ক্ষেত্রে রাজ্যের ৫৭টি ব্লকে 'বিশেষ গো-সম্পদ বিকাশ অভিযান' চালু আছে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন, উন্নত প্রাণীসম্পদ তৈরীর জন্য একান্তই জরুরী।

আমি প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ বর্তমান বছরের বরাদ্দের ৫৪·৯২ শতাংশ বাড়িয়ে ১৮৯·২০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হর্টিকালচার

২.৩। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। উত্তর ২৪-পরগণা, হাওড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে কোল্ড-চেন পরিকাঠামো তৈরী করা হয়েছে।

ভারত সরকার সম্প্রতি ন্যাশনাল মিশন অফ ফুড প্রসেসিং স্থাপন করার প্রস্তাব রেখেছে।

আমি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হর্টিকালচার দপ্তরের জন্য আগামী আর্থিক বছরের ব্যয়-বরাদ্দ ৭৫.০০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি।

মৎস্য

২.৪। মৎস্য দপ্তর রাজ্যে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ বছরে ২,৪৩৮ হেক্টর জলাভূমির MGNREGS-এর অধীনে উন্নতিসাধনের কাজ শুরু হয়েছে, যাতে প্রায় ৬·৪ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরী হবে।

আমরা জলাশয়ের উন্নতি ঘটিয়ে এবং মেরিন ফিশারীগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাব।

দক্ষিণ ২৪-পরগণার সাগর অঞ্চলে হরিপুরে মৎস্য-বন্দর নির্মাণের কাজ আগামী আর্থিক বছরে শুরু করা হবে।

আমি মৎস্য দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করে পরের বছরের জন্য ১৫৫·৫০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখলাম।

সামাজিক উন্নয়ন

স্বাস্থ্য

২.৫। মাননীয় সদস্যগণ, স্বাস্থ্যক্ষেত্র, যা বিগত সরকারের সময় অবক্ষয়ের একেবারে শেষ বিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছিল, তার সংস্কার সাধনের কঠিন চ্যালেঞ্জ আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন।

চলতি আর্থিক বছরে ঝাড়গ্রাম, বিষ্ণুপুর, ডায়মন্ডহারবার, বসিরহাট, রামপুরহাট, নন্দীগ্রাম ও আসানসোল—সাতটি নতুন 'স্বাস্থ্য-জেলার' অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রামে নতুন স্বাস্থ্য জেলার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

২৩টি ব্লকে মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু হয়েছে। এবছর সেপ্টেম্বর মাসেই নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন্ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছে। এবছর সদ্যোজাত শিশুদের জন্য ১০টি নতুন সিক কেয়ার ইউনিট গঠন হয়েছে। এবছর ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আমি আনন্দের সঙ্গে রাজ্য সরকারের একটি নতুন পদক্ষেপ 'সবার জন্য স্বাস্থ্য ব্যাঙ্ক' প্রকল্প ঘোষণা করছি। এই প্রকল্পে—

(ক) পাবলিক সেক্টর হেলথ সিসটেম-এর মাধ্যমে ঔষধ সরবরাহের ব্যয় বর্তমানের পরিমাণের দ্বিগুণেরও বেশী হবে।

(খ) আউটডোরে ওষুধ সরবরাহের খাতে দ্বিগুণ খরচ হবে।

(গ) মা, শিশু এবং জীবনদায়ী ওষুধ যাদের প্রয়োজন, তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হবে।

আমি পরের আর্থিক বছরে শুধুমাত্র এই নতুন প্রকল্পটির জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

আমি আগামী আর্থিক বছরের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের বরাদ্দ বর্তমান বছরের ৮৭১.৮৭ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১,০৪৯ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি।

পানীয় জল

২.৬। মাননীয় সদস্যগণ, রাজ্য সরকার রাজ্যবাসীদের জন্য নিরাপদ ও যথেষ্ট পরিমাণ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য দায়বদ্ধ। বিশেষ নজর দেওয়া হবে আর্সেনিক প্রবণ এলাকার উপর।

পানীয় জলের প্রকল্প চালু করা হয়েছে জঙ্গলমহলের অন্তর্গত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এবং সুন্দরবনে ও দার্জিলিংয়ে।

প্রায় ৭.৫৬ লক্ষ লোকের উপকারের জন্য দু'টো বড় জল সরবরাহ প্রকল্প নদীয়া জেলায় চালু হয়েছে।

একই রকমভাবে মুর্শিদাবাদ, চাকদহ, রঘুনাথগঞ্জ ও হরিণঘাটাতে ৪টি প্রকল্প অনেকটাই এগিয়ে আছে এবং এর দ্বারা প্রায় ২৬ লক্ষ লোক উপকৃত হবেন।

আমরা পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ প্রকল্পের অধীনে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অতিরিক্ত অঞ্চল, দক্ষিণ ২৪-পরগণার ১০টি ব্লক এবং উত্তর ২৪-পরগণার হাবড়াকে আনতে পরিকল্পনা করেছি।

মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, এই অঞ্চলগুলিতে ভীষণ লবণ ও আর্সেনিকের সমস্যা আছে।

স্থায়ী সম্পদগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই বাজেটে ৩০০ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব করছি।

আমি জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে পরের বছরের জন্য ৮০০·০৯ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখলাম।

আবাসন

২.৭। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল শ্রেণীর জনগণের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা রাজ্য সরকারের একটি প্রধান কাজ হল ভর্তুকি যুক্ত গৃহ নির্মাণ। দু'টি প্রকল্প, 'গীতাঞ্জলি' ও 'আমার ঠিকানা' চালু করা হয়েছে। গৃহহীন পরিবারগুলিকে নিজেদের বাড়ী তৈরী ও তার সাথে দোকান বা ছোট বাগান তৈরী করার জন্য 'নিজগৃহ, নিজ ভূমি প্রকল্প'-নামে আর একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

আমি গৃহ দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করে পরবর্তী আর্থিক বছরে ৬৪৭ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি।

সংখ্যালঘু, পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণী, মহিলা ও শিশু এবং শ্রমিক উন্নয়ন

সংখ্যালঘু উন্নয়ন

২.৮। মাননীয় সদস্যগণ, ২০০১ সালের সেন্‌সাস্‌ রিপোর্ট অনুসারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৬·২৭ শতাংশ। এরাজ্যে মুসলমান জনগণের সংখ্যার

বিচারে সারা ভারতে দ্বিতীয়—কেবল মাত্র উত্তরপ্রদেশের পরে (২০১·৪ লক্ষ, ২৫·৩ শতাংশ)।

৩৪১টি ব্লকের মধ্যে ১৮৩টি ব্লকের সংখ্যালঘু জনগণের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশের বেশী।

২০১১-১২ সালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রচুর সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রীকে প্রাক-ম্যাট্রিক ও উত্তর-ম্যাট্রিক পড়াশুনোর জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এই সম্প্রদায়ের কর্মহীন যুবক/যুবতীদের কর্মশিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষদের বাসস্থান নির্মাণের জন্য ইন্দিরা আবাস যোজনা (IAY) ও গীতাঞ্জলি প্রকল্পের অধীনে, বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলাতে সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

আমরা সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছাত্র/ছাত্রী আবাস, পলিটেকনিক, আই.টি.আই. ও অতিরিক্ত ক্লাসরুম তৈরী করেছি। এছাড়াও আমরা মাদ্রাসা ও আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অনেক পদ সৃষ্টি করেছি।

২০১২-১৩ সালে রাজারহাটে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও হজ টাওয়ার-কমপ্লেক্স দ্রুত নির্মাণের জন্য যথেষ্ট অর্থ সংস্থানের প্রস্তাব রাখছি।

আমরা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি কর্মসংস্থান-ব্যাঙ্ক তৈরী করার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত যুবক/যুবতীদের বৃত্তিমূলক কাজে প্রশিক্ষণের প্রস্তাব রাখছি, যাতে তাদের সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হতে পারে।

আমি প্রাক-ম্যাট্রিক ও উত্তর-ম্যাট্রিক শিক্ষাক্রমে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা বাড়ানোর প্রস্তাব রাখছি যাতে স্কুল ও মাদ্রাসায় পাঠরত প্রায় ১০ লক্ষ ছাত্র/ছাত্রীকে এই প্রকল্পের অধীনে আনা যায়।

আমি সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের পরিকল্পনা বরাদ্দ, বর্তমান আর্থিক বছরের ৩৩০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে পরবর্তী বছরে ৫৭০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি। এই বৃদ্ধির পরিমাণ ৭০ শতাংশেরও বেশী।

অনগ্রসর শ্রেণীকল্যাণ

২.৯। রাজ্য সরকার তপশিলী জাতি, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর মানুষের উন্নতির জন্য দায়বদ্ধ।

পোষ্ট-ম্যাট্রিক শ্রেণীতে পাঠরত তপশিলী ও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের প্রায় ৯ লক্ষ জনকে ৩১২ কোটি টাকা ব্যয়ে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত প্রায় এক লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে ৮·৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে, বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর জন্য, সংরক্ষণের হার ৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৭ শতাংশ করা হয়েছে। তপশিলী জাতি/উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে, বিলম্ব এড়ানোর বিশেষ অভিযান শুরু করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার অতিবামপন্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন ব্লকে নবম থেকে একাদশ শ্রেণীতে পাঠরতা ছাত্রীদের জন্য, বাইসাইকেল বণ্টন করার ব্যবস্থা করছেন।

২০১১-১২ সালে ছাত্রীদের মধ্যে ৩৯,৮০০ বাইসাইকেল বণ্টন করা হয়েছে।

আমি তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য অনুন্নত অঞ্চলে ৫টি আম্বেদকর আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব রাখছি।

আমি এই দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করে আগামী বছরের জন্য ৪৪২.৬০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখলাম।

নারী ও শিশুকল্যাণ

২.১০। নারী ও শিশুরা শারীরিক, আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে সবচেয়ে দুর্বল এবং সেই কারণেই তারা বিশেষ দৃষ্টির দাবী রাখে। ১৩তম ফিনান্স কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় ১,০৮৭টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলিকে পরবর্তী বছরে আরও জোরদার করা হবে।

আমি নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করে আগামী আর্থিক বছরের জন্য ১০১৫·৩২ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি

২.১১। চলতি আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আন্দোলন উল্লেখযোগ্য হারে এগিয়ে গিয়েছে।

রাজ্য সরকার RIDF-এর অধীনে ২৪২৯.৫১ লাখ টাকার ১১টি প্রকল্প রূপায়ণ করছেন। এর মধ্যে ৬টি প্রকল্প প্রায় শেষ। জেলা এবং রাজ্যস্তরে 'সবলা মেলা'র আয়োজন করা হয়েছে। "বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প"তে (BSKP) ভর্তুকি দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় অগ্রগতি হয়েছে।

আগামী আর্থিক বছরে এই দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে আমি ২৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

শ্রমিক কল্যাণ

২.১২। সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ প্রকল্পগুলি রূপায়ণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কর্মপ্রার্থী ও

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সুবিধার জন্য আমি সরকারের দুটি প্রধান পরিকল্পনা ঘোষণা করছি।

প্রথম পরিকল্পনা একটি 'এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক' গঠন করা। এই ব্যাঙ্ক ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে ৩টি পক্ষ অর্থাৎ কর্মপ্রার্থী, নিয়োগকর্তা ও প্রশিক্ষণ সংস্থার মধ্যে একটি কার্যকরী মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে। এই পোর্টালের মাধ্যমে কর্মপ্রার্থী এবং নিয়োগকর্তা, 'অন লাইন রেজিস্ট্রেশন' করতে পারবেন।

নথিভুক্ত নিয়োগকর্তারা এই পোর্টালে তাঁদের প্রয়োজনীয় কর্মচারীর জন্য বিজ্ঞাপনও দিতে পারবেন।

এই এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক পোর্টাল শুরু করার জন্য আমি অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য "সামাজিক মুক্তি কার্ড" প্রদান করা। এই কার্ডের মাধ্যমে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের নানাবিধ সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা পাওয়া আরো সহজ হবে।

আগামী অর্থবর্ষে এই প্রকল্পের জন্য আমি অতিরিক্ত বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি।

আমি এই দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ আগামী আর্থিক বছরের জন্য ১৭৫.০০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি। এই বৃদ্ধি ৩২.৫৮ শতাংশ।

ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ

২.১৩। মাননীয় সদস্যগণ, রাজ্যের যুবক/যুবতীরা বিশেষতঃ যাঁরা গ্রামাঞ্চলে, পার্বত্য অঞ্চলে বা রাজ্যের প্রায় অগম্য অঞ্চলে বসবাস করেন, তাঁদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগকে উৎসাহ দিতে সরকার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল ও খেলার মাঠ তৈরী ও উন্নতির জন্য অনুদান দিয়েছেন।

ঝাড়গ্রাম, উলুবেড়িয়া এবং দার্জিলিংয়ে লেবং-এর স্টেডিয়ামের উন্নতির জন্য, জঙ্গলমহলের নয়াগ্রাম ও শালবনিতে নতুন স্টেডিয়াম তৈরীর জন্য ও শিলিগুড়িতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা টাকা দিয়েছি।

আমরা অনেকগুলি রেজিস্ট্রিকৃত ক্লাবকে খেলাধুলার ব্যবস্থা করার জন্য ২ লক্ষ টাকা করে বিশেষ অনুদান দিয়েছি।

এছাড়াও আমরা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছি।

যুব কল্যাণের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধ-শতবর্ষে আমরা বিবেকমেলার ব্যবস্থাপনা করেছি। প্রত্যেকটি ব্লক ও প্রত্যেকটি মিউনিসিপ্যালিটিতে ২টি পুরস্কার যুবক/যুবতীদের দেওয়া হয়েছে। একটি হল সাহসিকতার জন্য—বিবেক সাহসিকতা পুরস্কার, এবং অন্যটি মেধার জন্য—বিবেক মেধা পুরস্কার।

যুব আবাস নির্মাণ করারও বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া—এই তিনটি জেলাতে জিমনাসিয়াম হল, মিনি-ইনডোর কমপ্লেক্স ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র নির্মাণ করার জন্য অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

আমি ক্রীড়া দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দ বর্তমান আর্থিক বছরের ৫৫ কোটি টাকা থেকে প্রায় ৬৩·৬৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৯০.০১ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি।

অনুরূপ ভাবে, আমি যুবকল্যাণ দপ্তরের এই অর্থবর্ষের যৎসামান্য ব্যয়বরাদ্দ ৩০.৮০ কোটি থেকে ২২৪·৬৮ শতাংশ বাড়িয়ে পরের বছর ১০০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি।

খাদ্য সুরক্ষা

২.১৪। মাননীয় সদস্যগণ, খাদ্য সুরক্ষা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি। সেই কারণে গণবণ্টন ব্যবস্থাকে (PDS) যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ঢেলে সাজানোর কাজ চলছে। বিশেষ রেশন কার্ড ধারকগণ প্রত্যেক সপ্তাহে মাথাপিছু ২ টাকা কিলো দরে চাল এবং ৬ টাকা ৭৫ পয়সা কিলো দরে গম পান। এর জন্য সরকার ৯৩৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত ভর্তুকি দেয়। বর্তমানে দারিদ্র্য-সীমার নিম্নে অবস্থিত প্রায় ৬৯,০০০ লোক এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হচ্ছেন।

এছাড়া রাজ্য সরকার ভূয়ো রেশন কার্ড হটানোর জন্য একটি বিশেষ অভিযান শুরু করেছেন।

২০১২-১৩ সালের জন্য প্রস্তাবিত কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ কাজ হল ডিজিটাইজড্ রেশন কার্ড চালু করা, খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা, উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলের আদিবাসী ও জনজাতিদের জন্য আরও গণবণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

আমি খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জন্য পরিকল্পনা ব্যয় বরাদ্দ বর্তমান অর্থবর্ষের যৎসামান্য ৩৩ কোটি টাকার জায়গায়, ১০৬ শতাংশেরও বেশী বৃদ্ধি করে পরবর্তী আর্থিক বছরে ৬৮ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি।

উত্তরবঙ্গ, পার্বত্য অঞ্চল, জঙ্গলমহল ও সুন্দরবন উন্নয়ন

২.১৫। মাননীয় সদস্যগণ, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি, পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবনের অনুন্নত অঞ্চল, তাদের কঠিন টপোগ্রাফির জন্য, অন্য রকম উন্নয়নের প্রয়োজন বোধ করে। প্রসঙ্গত, এই অঞ্চলগুলিতে তপশিলী জাতি ও উপজাতির সংখ্যাই বেশী।

এই অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা আছে। চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগের অভাব আছে। সড়ক ও বিদ্যুতের অভাব রয়েছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে অতীতে এই উন্নয়নের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ার জন্যই বর্তমানের এই অবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণের স্বপ্ন ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের জন্য একটি নতুন দপ্তর তৈরি করেছেন।

২০১১-১২ সালে রাস্তা, সেতু, ক্ষুদ্র সেচ ইত্যাদির উন্নতির জন্য ৮৩টি নতুন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

আমি উত্তরবঙ্গ সংক্রান্ত নতুন দপ্তরের জন্য আগামী আর্থিক বছরে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

পার্বত্য অঞ্চল দপ্তরের জন্য বর্তমান বছরের যৎসামান্য ব্যয় বরাদ্দ ৬৮.৬৩ কোটি টাকা থেকে ১১৮.০৭ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি।

এ ছাড়া আমি আগামী আর্থিক বছরের জন্য পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নে বরাদ্দ ২০৫.৬৩ কোটি টাকা এবং সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ২৫০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

স্কুল শিক্ষা

২.১৬। মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ স্কুল শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।

তাই স্কুলবাড়ি তৈরী, হোস্টেল তৈরী ও অন্যান্য পরিকাঠামো গঠন, মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করা, অনুমোদিত পদের

ও নতুন পদের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা এবং স্কুলের পানীয় জল ও শৌচাগার নির্মাণের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।

২০১১-১২ সালে প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকদের ৪৪,৯৫৫টি পদ তৈরী হয়েছে। শিক্ষকদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং-এর জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শুরু হয়েছে।

দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশুনায় উৎসাহিত করার জন্য তাঁদের বিশেষ বৃত্তি ও সাইকেল দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের রাজ্যে ১১টি পিছিয়ে পড়া জেলায় ৪০টি নতুন স্কুলবাড়ী ও ১০৫টি মেয়েদের হোস্টেল তৈরীর জন্য বিশেষ অভিযান শুরু করার প্রস্তাব করছি।

এছাড়াও এই আর্থিক বছরে ৫০০টি এবং পরবর্তী আর্থিক বছরে ৪৯৯টি মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই সরকার।

পুলিশ ও প্রশাসনে কর্মরত আধিকারিকরা, যাদের প্রায়ই বদলি হয়, তাদের ছেলেমেয়েদের সুবিধার জন্য রাজ্য সরকার ২০১২-১৩ সালে ৬টি মডেল স্কুল স্থাপন করার প্রস্তাব করছে।

স্কুল শিক্ষা দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে, আগামী বছরে ২৭১৩.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি।

কারিগরী শিক্ষা

২.১৭। মাননীয় সদস্যগণ, রাজ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশী কর্মসংস্থান অসংগঠিত ক্ষেত্রে।

আই.টি.আই. এবং আই.টি.সি.-তে পশ্চিমবঙ্গের অংশ মাত্র ১.৫ শতাংশ, যেখানে অন্ধ্রপ্রদেশের ১২ শতাংশ, ওড়িশার ৮.৩ শতাংশ এবং মহারাষ্ট্রের ১১ শতাংশ। কি লজ্জার কথা!

২০১১-১২তে, আমরা মাধ্যমিক পাশ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রাজ্যে প্রায় ৭৫টি কেন্দ্রে স্বল্পমেয়াদী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের (STVT) ব্যবস্থা করেছি। নতুন পলিটেকনিকের নির্মাণ কাজ বিভিন্ন জেলাতে শুরু হয়েছে।

আমরা ২০১২-১৩ সালে ১১টি পশ্চাদপদ জেলায়, ১১টি দক্ষতা বৃদ্ধির কেন্দ্র এবং ৩টি নতুন আই.টি.আই. স্থাপন করার প্রস্তাব রাখছি।

আমরা একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যারা নোডাল এজেন্সি হিসাবে এবং সমস্ত রকম বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে সিঙ্গল উইন্ডো হিসাবে কাজ করবে।

শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রাজারহাটে একটি রাজ্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও স্থাপন করা হচ্ছে।

আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে, ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য ''কর্মশিক্ষা প্রকল্প'' নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। বর্তমানে ছাত্ররা কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার যে কোন একটি বেছে নিতে পারে। আমরা তার সঙ্গে আর একটি পৃথক শাখা যোগ করতে চাই, যা হবে বৃত্তিমূলক শাখা এবং যার সার্টিফিকেট জাতীয় স্তরে গ্রাহ্য হবে।

আমরা এখন ২০০টি স্কুলে এই প্রকল্প শুরু করতে চাই এবং পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে সব মাধ্যমিক ও উচ্চমাধমিক স্কুলকে এই প্রকল্পের অধীনে আনতে চাই। আমি শুধুমাত্র এই প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

আমি কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে পরের বছর ৪৪৪.২৪ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি।

২.১৮। মাননীয় সদস্যগণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছেন বাংলার গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক কবল থেকে মুক্ত করার জন্য। এই ব্যবস্থা এক সময় কেবলমাত্র সারা দেশেই নয়, সারা বিশ্বে বিখ্যাত ছিল।

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা অবগত আছেন যে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ এখন 'মেন্টর গ্রুপ'-এর তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। এই 'মেন্টর গ্রুপ' গঠনের পর প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের অন্যতম গবেষণা ও উৎকর্ষের প্রতিষ্ঠান করার লক্ষ্যে, বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংস্কার হয়েছে।

এই আর্থিক বছরে আমরা 'সিধু কানহু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়', 'গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়' এবং জলপাইগুড়ি জেলায় 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির জন্য পরিকাঠামো খাতে আর্থিক অনুদান দিয়েছি। এছাড়া, দার্জিলিং জেলায় 'রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের' একটি নতুন ক্যাম্পাস, বারাসাতে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের' ও 'কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের' নতুন ক্যাম্পাস তৈরির জন্য আর্থিক অনুদানও দিয়েছি।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা বিশেষ আর্থিক সহায়তা দিয়েছি। এছাড়া, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালী ও হিন্দী-ভাষার পাঠক্রম চালু করেছি।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে আমরা বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করেছি।

২০১১-১২ সালে, তিনটি নতুন স্নাতক কলেজও খোলা হয়েছে। এছাড়াও আমরা জঙ্গলমহল এলাকার শালবনী, ঝাড়গ্রাম, নয়াগ্রাম ও

লালগড়ে একটি মেয়েদের কলেজ সহ আরো চারটি সাধারণ ডিগ্রী কলেজ তৈরীর অনুমোদন দিয়েছি।

আমরা কুচবিহার জেলায় এবং অনুন্নত অঞ্চলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব রাখছি। এছাড়া ৫টি আদর্শ ডিগ্রী কলেজ ও ৫টি নতুন সরকারী কলেজ দার্জিলিং-এর পেডং ও গরুবাথানে, উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাট ও গাইঘাটায় এবং মুর্শিদাবাদে ভাবতায় স্থাপন করার প্রস্তাব রাখছি।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের অংশ হিসাবে রাজ্যের অংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা উচ্চশিক্ষা দপ্তরের জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে ২৪০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি।

বাস্তব পরিকাঠামো উন্নয়ন

সড়ক উন্নয়ন

২.১৯। মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জানেন যে উন্নয়নের সুফল রাজ্যের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সড়ক ব্যবস্থার উন্নতিসাধন অপরিহার্য।

এই লক্ষ্যে পূর্ত দপ্তরের অধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা—রাজ্য সড়ক নিগম গঠন করা হয়েছে। এই নিগমের উদ্দেশ্য হল এ রাজ্যের সড়ক এবং সেতুগুলির উন্নতিসাধনের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করা।

আগামী আর্থিক বছরে ১১টি পিছিয়ে পড়া জেলার ১০৪৬ কিলোমিটার জেলা সড়ক সংস্কার এবং আটটি সেতু নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করছি।

আগামী আর্থিক বছরে আমি এই প্রকল্পগুলির খাতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

এছাড়া আমি আগামী আর্থিক বছরে পূর্ত দপ্তরের মোট বরাদ্দ ৩১.৩০ শতাংশ বাড়িয়ে ১১৭৫.৪২ কোটি টাকা করার জন্য প্রস্তাব রাখছি।

বিদ্যুৎ

২.২০। মাননীয় সদস্যগণ, এই রাজ্যের প্রতিটি পরিবার এবং কৃষকের কাছে ও শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তির নিয়মিত যোগান দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ এই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্টন সুনিশ্চিত করা যাবে এবং রাজ্যের প্রতিটি ঘরকে আলোকিত করা যাবে।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, গত ২০১১-১২ সালে, দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী ১৪ লাখ পরিবারের কাছে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পেরেছি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে, ১০০০ মেগাওয়াটের সাগরদিঘীর তৃতীয় এবং চতুর্থ ইউনিট এবং ২১০ মেগাওয়াটের ব্যান্ডেলের পঞ্চম ইউনিটের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া, দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড দ্বারা ২৫০ মেগাওয়াটের অষ্টম ইউনিট নির্মাণের কাজও চলছে। সাঁওতালডিহির ২৫০ মেগাওয়াটের ষষ্ঠ ইউনিটটি ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে চালু হয়ে গেছে।

অসামান্য প্রচেষ্টায় সাগরের দ্বীপগুলিকে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী গ্রিড-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা গেছে।

'সবার ঘরে আলো' এই প্রকল্পটিকে আমরা আগামী আর্থিক বছরে রাজ্যের ১১টি পিছিয়ে পড়া জেলায় এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

আমার প্রস্তাব বিদ্যুৎ ও নন্-কনভেনশনাল এনার্জি দপ্তরের বরাদ্দ, বর্তমান আর্থিক বছরের ৫২০.৬০ কোটি টাকা থেকে ৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি করে আগামী আর্থিক বছরে ১০১০.৫০ কোটি টাকা করা হোক।

পরিবহন

২.২১। মাননীয় সদস্যগণ, বিগত দিনের দুর্দশাগ্রস্ত পরিবহন ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করার জন্য বর্তমান সরকার কিছু সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং করতে চলেছেন। রাজ্য পরিবহন নিগমগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়। প্রত্যেকটি নিগম ঋণের ভারে জর্জরিত এবং শুধুমাত্র ভর্তুকির উপর নির্ভরশীল। নিগমগুলি যাতে পুনরায় আত্মমর্যাদার সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সেই ব্যাপারে এই সরকার বদ্ধপরিকর।

হুগলী রিভার ব্রীজ কমিশনারস্ (HRBC)-কে পুনরায় বলীয়ান করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যেমন— নাগেরবাজার ফ্লাইওভার, বেকবাগান ফ্লাইওভার, গারমেন্ট পার্ক এবং বিধাননগরের করুণাময়ীতে আধুনিক বাস টার্মিনাস নির্মাণ।

নতুন পাবলিক ভেহিকেলস্ ডিপার্টমেন্ট (PVD) অফিস, ১৮টি নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট (ARTO) অফিস গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আগামী আর্থিক বছরে আমি পরিবহন দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে ৩৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

সেচ ও ক্ষুদ্রসেচ

২.২২। আমরা দুটি প্রধান বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছি। একটি হল, আয়লা বিধ্বস্ত সুন্দরবনের বাঁধগুলির পুনর্নির্মাণ। অপরটি, কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাঘাই অঞ্চলের নদী-সংস্কার।

এছাড়া বহু বছরের অবহেলিত তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পটিকেও রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। এই প্রকল্পটির মাধ্যমে ৯,০০০ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে পেরেছে।

রাজ্য সরকার একটি নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, যার নাম 'জল ধরো—জল ভরো'। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা। এর ফলে ভূপৃষ্ঠের এবং ভূগর্ভের জলসম্পদের সংরক্ষণ হবে।

আগামী আর্থিক বছরে আমি সেচ দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ ১৫৬৮.১৭ কোটি টাকা এবং জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ ৩৬৯.৯১ কোটি টাকা করার জন্য প্রস্তাব রাখছি।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

২.২৩। মাননীয় সদস্যগণ, আমরা সবাই গর্বিত যে পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী। কিন্তু যেসব মনীষীদের কল্যাণে এই সুনাম, তাঁদের আমরা ভুলতে বসেছিলাম। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই সব মনীষীদের স্মৃতি পুনরায় ফিরিয়ে আনার ভার নিয়েছেন।

রাজ্য সরকার উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধ-শতবার্ষিকী উদযাপন করেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ স্মরণ করে হুল দিবস উদযাপন করেছে। আজীবন কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য বিশিষ্ট জনদের প্রথমবার বঙ্গবিভূষণ সম্মান প্রদান হল।

এছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিময় 'মংপু ভিলা'-র সংস্কার হয়েছে। কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসব, শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ও একাদশ নাট্যমেলা সুসম্পন্ন হয়েছে।

২০১২-১৩ সালে আমাদের প্রস্তাব, জঙ্গলমহলে সিধু-কানহু অ্যাকাডেমি এবং দার্জিলিং-এ নেপালী অ্যাকাডেমি গড়ে তোলার ও রবীন্দ্রসদন কমপ্লেক্সের সংস্কার—এই উদ্দেশ্যে একটি ভিশন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পাঁচটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র—বিষ্ণুপুর, শান্তিনিকেতন, জঙ্গীপুর, আঁটপুর এবং কলকাতার কারেন্সি বিল্ডিং-এ গড়ে তোলা হবে। উত্তরপাড়ায় একটি ফিলম্ সিটি গড়া হবে।

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পুনরুজ্জীবন ঘটানো এবং 'সাংস্কৃতিক পর্যটন'কে উৎসাহিত করাও আমাদের লক্ষ্য থাকবে।

আমি আগামী আর্থিক বছরে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে বর্তমান ব্যয় বরাদ্দ ৬১ কোটি টাকার থেকে ৮০ শতাংশ বাড়িয়ে ১১০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি।

শিল্পোন্নয়ন

অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার উন্নয়ন

২.২৪। শ্রমনির্ভর অতিক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলির গুরুত্ব সবাই মানেন। এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আমরা ক্ষুদ্র শিল্পের গুচ্ছ—কেন্দ্র বা ক্লাস্টার গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। এর জন্য আমরা অঞ্চলভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখেছি।

ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রকে আরও চাঙ্গা করার লক্ষ্যে, আমি অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং বস্ত্র শিল্প দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে ২৮৬.২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

বৃহৎ এবং মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন

২.২৫। ২০১১ সালের মে মাসের পর থেকে রাজ্য সরকার শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর, এরাজ্যে আনুমানিক ৮০,০০০ কোটি টাকা শিল্পে বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে।

'বেঙ্গল লিড্‌স' (Bengal Leads)—শিল্প সম্মেলনের সাফল্য এটাই প্রমাণ করে যে এই রাজ্যের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সরকার সক্ষম হয়েছে।

শিল্প স্থাপনের জন্য অনুমোদনের ক্ষেত্রে, 'শিল্প সাথী' নামক 'সিঙ্গল উইনডো ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম' চালু করা হয়েছে।

বেশ কয়েকটি বৃহৎ শিল্প প্রকল্প (মেগা প্রজেক্ট) রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠতে চলেছে, যেমন—পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক-এ ম্যাট্রিক্স ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যাল লিমিটেড (Matrix Fertilizer and Chemical Limited) এবং উলুবেড়িয়াতে টি.ভি.এস. এবং নিও স্ট্রাটেজিক মোটরস প্রাইভেট লিমিটেড-এর যৌথ উদ্যোগ।

এছাড়া ট্র্যাক্টরস ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর নতুন ইউনিট স্থাপনের কাজ খড়গপুরে শুরু হয়েছে।

হাওড়ায় জরি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

আগামী আর্থিক বছরে বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে আমি ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

তথ্য-প্রযুক্তি

২.২৬। মাননীয় সদস্যগণ, রাজ্য সরকার তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চই অবগত আছেন যে বর্তমানে এই রাজ্যে IT এবং ITeS শিল্পে প্রায় ১ লক্ষেরও বেশী পেশাদার ব্যক্তি ৭,৫০০ কোটি টাকারও বেশী মূল্যের রপ্তানী করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রধান IT কোম্পানিগুলি এ রাজ্যে ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ করেছেন।

রাজ্য সরকার কলকাতার থেকে দূরবর্তী স্থানে কিছু এলাকা চিহ্নিত করেছেন, যেখানে তথ্য-প্রযুক্তি কেন্দ্র গঠন করা যেতে পারে। শিলিগুড়ি এবং দুর্গাপুরে দুটি ইনকিউবেশন সেন্টার/IT পার্ক স্থাপনের ফলে তথ্য-প্রযুক্তি মহল থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। ফলতা, বর্ধমান, বড়জোড়া, পুরুলিয়া, খড়গপুর এবং হলদিয়ায় অনুরূপ ইনকিউবেশন সেন্টার/IT কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

হার্ডওয়্যার শিল্পের উন্নয়ন সাধনে রাজ্য সরকার বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স ইউনিভারসিটি (BESU)-র সঙ্গে চুক্তি করেছে। সোনারপুরে একটি হার্ডওয়্যার পার্কের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

আগামী আর্থিক বছরে আমি তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরের খাতে ১০২.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

নগর উন্নয়ন

২.২৭। মাননীয় সদস্যগণ, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আরবানাইজেশনের হার জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশী। এতে যেমন কিছু সুবিধা আছে, তেমন কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। পানীয় জল, আবাসন, পরিবহন, সবুজ সংরক্ষণ ইত্যাদি চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে হবে।

আগামী আর্থিক বছরে বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, খড়গপুর এবং জঙ্গলমহল এলাকার পৌরসভাগুলিতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহের কাজ শুরু করা হবে যার আনুমানিক খরচ ২১০.৮৬ কোটি টাকা।

আগামী আর্থিক বছরে পুর উন্নয়ন দপ্তরকে ১৯৩৩.৯৮ কোটি টাকা এবং নগরোন্নয়ন দপ্তরকে শহরাঞ্চলে উন্নয়নের খাতে ১২৩৩.০২ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব রাখছি।

পর্যটন

২.২৮। মাননীয় সদস্যগণ, রাজ্যে পর্যটন শিল্পের রাজস্ব ও কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনার কথা মনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যটন শিল্পকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে দার্জিলিং, দীঘা এবং সুন্দরবনের মতো পর্যটন কেন্দ্রকে সামনে রেখে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে মাস্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে।

কলকাতা শহরকে সুন্দর করে তুলতে একটি বিশদ প্রকল্প ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। নতুন এবং সুন্দরভাবে নক্সাকৃত বিদ্যুৎ-বাঁচানো আলোগুলি কলকাতার নানা প্রান্তে ঐতিহাসিক এই শহরের মোটিফ্ হিসেবে শোভিত।

২০১২-১৩ সালের মধ্যে বাইরের জগৎ এবং আমাদের নিজেদের লোকেদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে জানানোর জন্য পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিতে চাই পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের মত পশ্চাদপদ জেলার উপর।

হেরিটেজ ট্যুরিজম আমাদের মজ্জাগত যদিও গত কয়েক দশকের অবহেলায় তা ঘুমন্তপ্রায়। আমরা যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে তাকে জাগিয়ে তুলতে চাই।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি পর্যটন দপ্তরের বরাদ্দ বর্তমান বছরের ৪৪ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে পরের বছরের জন্য ৯০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি, যা বৃদ্ধির দিক দিয়ে ১০৪ শতাংশ।

গ্রামোন্নয়ন

২.২৯। মাননীয় সদস্যগণ, রাজ্য সরকার গ্রাম বাংলায় মানুষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এর জন্য সরকার সব রকমের চেষ্টা করছেন যাতে সম্পদ তৈরী হয় এবং কর্মসংস্থান সম্ভব হয়।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, MGNREGS প্রকল্পের অধীনে শ্রমদিবস বছরে ১০০ দিনের বেশী হলে সরকার পরিবারপ্রতি অধিকতম ২০০ দিনের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করবে।

এই অর্থবর্ষে ১০০০ জন মানুষের থেকে বেশী সংখ্যক লোকের বাস আছে, এরকম ২০০টি গ্রাম এবং ৫০০-র থেকে বেশী সংখ্যক লোকের

বাস আছে, এরকম ৪০টি গ্রামে সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আমাদের আছে। এর জন্য প্রায় ৭৩১ কিলোমিটার রাস্তা তৈরী করা হবে।

বাকী গ্রামগুলি, যেগুলির সঙ্গে এখনও সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা করা যায়নি, সেগুলির সঙ্গে যোগাযোগ আগামী ২ বছর অর্থাৎ ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪-র মধ্যে স্থাপিত হবে।

অন্যান্য উদ্যোগ

আইন

২.৩০। মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, রাজ্য সরকার একটি ওয়েলফেয়ার কর্পোরেশন গঠন করতে উদ্যোগী হয়েছেন, যার নাম 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডভোকেট ওয়েলফেয়ার কর্পোরেশন'। এই কর্পোরেশন গঠনের উদ্দেশ্য হল আবাসন, বীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং বৃত্তির সুবিধা প্রদান করা। এই প্রকল্প দ্রুততার সঙ্গে চালু করতে ইতিমধ্যে ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

নতুন স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প

২.৩১। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক ও অন্য সমতুল ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যবীমার অধীনে আনার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। আমরা অগ্রণী বীমা কোম্পানীগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরু করবো যাতে পরের ছ'মাসের মধ্যে একটি উপযুক্ত প্রকল্প তৈরী করা যায়। সরকার পুলিশে চাকুরীরত কর্মচারীদের জন্য একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প চালু করতে চায়। দুর্ভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পে নথিভুক্ত পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা তুলনায় বেশ কম। সেই কারণে স্বরাষ্ট্র বিভাগ সমস্ত পুলিশ কর্মচারীকে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পে নথিভুক্ত করার জন্য একটি বিশেষ অভিযান শুরু করবে। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে চিকিৎসার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

২.৩২। যে দপ্তরগুলির কথা আমি আগে বলেছি, সেগুলি বাদ দিয়ে অন্য দপ্তরগুলিও এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ করেছে। কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, ফায়ার অ্যান্ড এমার্জেন্সি সার্ভিসেস দপ্তরের কাজ উল্লেখ করার মত। ফরেস্ট, এনভায়রনমেন্ট, কো-অপারেশন, সায়েন্স অ্যান্ড টেক্‌নলজি, মাস এডুকেশন এবং রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন দপ্তরগুলি প্রশংসনীয় কাজ করেছে। ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং দপ্তর অন্য দপ্তরের সঙ্গে সংযোগের কাজ করেছে। স্ট্যাটিস্‌স্টিকস্ ও প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন নামে একটি নতুন দপ্তর তৈরী হয়েছে, যারা তাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে।

এই দপ্তরগুলির অনেকগুলিতেই ব্যয় বরাদ্দের তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি হয়েছে। সমস্ত বিভাগ অত্যন্ত দ্রুততায় সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশান

২.৩৩। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে রাজ্য সরকার, স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটি (SLBC)-র মাধ্যমে একটি জনগণ-কেন্দ্রিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু করতে পেরেছে। এর ফলে অনেকগুলি সাফল্য এসেছে ঃ

(ক) রাজ্য সরকার, কিষান ক্রেডিট কার্ড-এর (KCC) পরিধি বাড়ানোর জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ১৮ই আগস্ট, ২০১১তে অভিযান শুরু করেন, যাতে ৩১শে মার্চ, ২০১২-র মধ্যে সমস্ত যোগ্য কৃষক-ই কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আওতায় আসেন।

ইতিমধ্যে ৬ লক্ষ কৃষককে কিষান ক্রেডিট কার্ড বিলি করা হয়েছে শুধু এই বছরেই। অল্প সময়ের মধ্যে KCC সব যোগ্য কৃষকদের হাতে এসে যাবে।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-ঋণের বাৎসরিক প্রয়োজন প্রায় ৪৫,৩৩৮ কোটি টাকা। সেখানে এই ঋণের পরিমাণ ২০১০-১১ সালে ছিল মাত্র ১১,৫৫৫ কোটি টাকা। তার মানে এই যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োজনীয় কৃষি-ঋণের প্রায় ৭৪ শতাংশই পেল না বাংলার কৃষক।

বর্তমান সরকার খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই ৭৪ শতাংশকে ৬৬ শতাংশতে নামিয়ে আনতে পেরেছে।

(গ) মাঝারি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির (MSE) বাৎসরিক ঋণের প্রয়োজন প্রায় ১৫,০০০ কোটি টাকা। এখানেও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ২০১০-১১ সালে, মাঝারি ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় ঋণের প্রায় ৫১ শতাংশ দেওয়া হয়নি।

বর্তমান সরকারের ক্রমাগত চেষ্টার ফলে ২০১১-১২ সালে MSE-র না-দেওয়া ঋণের পরিমাণ ৫১ শতাংশ থেকে কমে এ বছরে ৩১ শতাংশে এসে যাবে।

(ঘ) ৩১শে মার্চ, ২০১২-র রিপোর্ট অনুযায়ী ১.৪৭ লক্ষ সেলফ হেল্প গ্রুপ (SHG) তাদের সঞ্চয় নিয়মিত ব্যাঙ্কে জমা রাখতো, অথচ ব্যাঙ্ক থেকে সঞ্চয়ের বিনিময়ে তাদের কোন ঋণ দেওয়া হত না।

এই অল্প সময়ের মধ্যে, যাঁরা ঋণ পেতেন না, তাঁদের মধ্যে ৭১,০০০ SHG সঞ্চয়ের বিনিময়ে ব্যাঙ্ক ঋণ পাচ্ছেন।

(ঙ) গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ঋণের ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল ব্যাঙ্ক-বিহীন গ্রামের উপস্থিতি। ৩১শে মার্চ, ২০১১-এ, দু'হাজারের উপর জনবসতিপূর্ণ ব্যাঙ্ক-বিহীন গ্রামের সংখ্যা ছিল ৪,৪৯৮। সরকার সব রকম চেষ্টা করছে যাতে এই গ্রামগুলিতে হয় স্থায়ী ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে অথবা 'বিজনেস করস্পনডেন্ট' মডেলের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের সুবিধাগুলি পাওয়া যায়।

কর ব্যবস্থাপনার মৌলিক সংস্কার

৩। মাননীয় সদস্যগণ, সম্প্রতি ভারত সরকার এমন দুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার ফলে রাজ্যের রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ আগামী অর্থবর্ষে প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে।

ভারত সরকার একতরফাভাবে রাজ্যকে কেন্দ্রীয় বিক্রয় করের ক্ষতিপূরণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ সালে ১,৮০০ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

একইভাবে, ভারত সরকার সম্প্রতি বেসরকারী বিমান সংস্থাগুলিকে বিদেশ থেকে এভিয়েশন টার্বাইন ফুয়েল (ATF) আমদানি করার অনুমোদন দিয়েছেন। ATF বিক্রয় থেকে প্রতি বছর আমরা প্রায় ২২৫ কোটি টাকা বিক্রয় কর সংগ্রহ করে থাকি। আমাদের আশঙ্কা যে ভারত সরকারের এই অনুমোদনের ফলে, এই খাতে, রাজ্যের বিক্রয় কর যথেষ্ট পরিমাণে কমে যাবে।

৩.১। মাননীয় সদস্যগণ, উন্নয়নের খাতে বর্দ্ধিত ব্যয়ের যোগান দেওয়ার জন্য আমরা একটি নীতি গ্রহণ করেছি। এই নীতি অনুযায়ী একদিকে যেমন রাজ্যের কর ব্যবস্থার সরলীকরণ করা হচ্ছে, অপরদিকে তেমনি নতুন সম্পদ সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে।

৩.২। মাননীয় সদস্যগণ, ২০১১-র মে মাসে কার্যভার গ্রহণের পর এই নতুন সরকার, অর্থ দপ্তর ও রাজস্ব অধিকারগুলিতে অনেকগুলি সংস্কার প্রক্রিয়া চালু করেছেন। কর প্রশাসনে ই-গর্ভনেন্সের ক্ষেত্রে অনেকগুলি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(ক) ১৯৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর আইনের অধীনে ই-রিটার্ন দাখিল করার ব্যবস্থা,

(খ) কর নির্দ্ধারণের আগে ইলেক্ট্রনিক ক্লিয়ারিং সিস্টেম-এর (ECS) মাধ্যমে কর ফেরতের সুযোগ,

(গ) ECS-এর মাধ্যমে শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা,

(ঘ) ২০০৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ মূল্যযুক্ত কর আইনের কম্পোজিশন প্রকল্প অনুযায়ী কর দেওয়ার জন্য অনলাইনে ইচ্ছা প্রকাশ করার সুযোগ,

(ঙ) অনলাইনে ভ্যাট (VAT) ও কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইনের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তৈরী ও ছেপে নেওয়ার সুবিধা,

(চ) অনলাইনে কোন ব্যাপারে অভিযোগ জানানো ও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া,

(ছ) বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার মাধ্যমে ঠিকাদারকে টাকা দেওয়ার আগে VAT কাটার ব্যবস্থা।

এছাড়াও আমরা ইলেক্ট্রনিক ক্লিয়ারিং সিস্টেম (ECS) ব্যবহার করে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

আমি এই সংস্কারের উদ্যোগগুলিকে নতুন উদ্যমে আগামী বছরে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই যাতে বাণিজ্য সহায়ক বাতাবরণে রাজ্য এগিয়ে যেতে পারে।

৩.৩। মাননীয় সদস্যগণ, রাজ্য সরকার আদেশ জারী করেছেন যে রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং মিউনিসিপ্যালিটি/পঞ্চায়েত ইত্যাদির মতো স্বশাসিত সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতনের বিল বা গ্রান্ট-ইন্-এইড্ বিল বাধ্যতামূলকভাবে বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়াতে তৈরী করতে হবে।

আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে ২০১২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই বেতন সম্পর্কিত সফট্ওয়্যার Computerisation of Salary Accounts (COSA) রাজ্যের সমস্ত Drawing & Disbursing Officer (DDO)-এর অফিসে কার্যকর করা হবে।

৩.৪। মাননীয় সদস্যগণ, কয়েকটি দপ্তর ছাড়া প্রায় সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরের DDO-র কাজ অর্থ দপ্তরের অ্যাকাউন্টস্ অফিসে কেন্দ্রীভূত ছিল, যার ফলে কাজ শেষ হতে অনেক সময় দেরি হত। রাজ্য সরকার অর্থ দপ্তর থেকে DDO-র কাজ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা ৪৩টি দপ্তরে চালু হয়েছে। বাকী দপ্তরগুলিতে এই ব্যবস্থা ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে চালু হয়ে যাবে।

৩.৫। প্রত্যেক দিন প্রচুর সংখ্যক ফাইল অর্থ দপ্তরে আসে এবং অর্থ দপ্তর থেকে বার হয়। ফাইলের বর্তমান স্ট্যাটাস জানার কোন নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি না থাকায়, মাঝে মাঝে ফাইলের হদিশ পাওয়া এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমানের এই ব্যবস্থা কাগজ ও ব্যক্তি-নির্ভর এবং অস্বচ্ছ। মাননীয় সদস্যগণ, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমরা একটি ওয়েব-ভিত্তিক আধুনিক ফাইল ট্র্যাকিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাঁদের ফাইলের বর্তমান অবস্থা জানতে পারবেন। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে।

৩.৬। বর্তমানে প্রশাসনিক দপ্তরগুলি স্টেট প্ল্যানের অন্তর্গত সমস্ত প্রকল্পগুলির অনুমোদন পান ডিপার্টমেন্টাল অ্যাপ্রুভাল কমিটির (DAC)

কাছ থেকে। প্রশাসনিক দপ্তরগুলির সচিবদের আর্থিক ক্ষমতা ৩ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ কোটি টাকা করা হয়েছে।

মাননীয় সদস্যগণ, রাজ্য সরকার প্রশাসনিক দপ্তরগুলির আর্থিক ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখে রাজ্য সরকারের বড় দপ্তরগুলিতে আমি 'ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইসার' নিযুক্ত করার প্রস্তাব রাখছি। আগামী অর্থবর্ষ থেকে ১০টি বড় দপ্তরে এই ব্যবস্থা চালু হবে।

৩.৭। মাননীয় সদস্যগণ, সরকারী তহবিলের দক্ষ পরিচালনা ও সরকারী হিসাবের যথাযথ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ইন্টিগ্রেটেড ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের প্রয়োজন।

মাননীয় সদস্যগণ, আমি উন্নততর আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য ২০১২-১৩ সালে ইন্টিগ্রেটেড ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করার প্রস্তাব রাখছি।

৩.৮। বর্তমানে ২০০৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ মূল্যযুক্ত কর, ১৯৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর ও ১৯৫৬ সালের কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইন অনুযায়ী ই-রিটার্ন দাখিল করা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীকে কাগজের রিটার্ন বাধ্যতামূলকভাবে জমা দিতে হয়। মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা উপলব্ধি করবেন যে এই কাগজের রিটার্ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা একই কাজের অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি।

সেই কারণে, আমি এই কাগজের রিটার্ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে তুলে দিয়ে ডিজিট্যাল সিগনেচার সার্টিফিকেটের (DSC) মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল করার প্রস্তাব রাখছি। একথা মনে রেখে যে DSC-র খরচ ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যয়সাধ্য হতে পারে, আমি প্রস্তাব রাখছি যে, যে সমস্ত ব্যবসার বাৎসরিক বিক্রীর পরিমাণ দু' কোটি টাকার কম, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রথমবার DSC নেওয়ার খরচ সরকারই বহন করবে।

৩.৯। মাননীয় সদস্যগণ, বর্তমানে রেজিস্ট্রিকৃত ব্যবসায়ীকে বিক্রয়করের তিনটি বিভিন্ন আইনের জন্য আলাদা আলাদাভাবে তিনটি রিটার্ন দাখিল করতে হয়। এ ছাড়াও রিটার্নগুলি অনেক পাতার এবং বেশ বড়, যার জন্য ব্যবসায়ীরা, বিশেষত ছোট ব্যবসায়ীদের রিটার্ন দাখিল করতে অসুবিধা হয়। আমি একটি ছোট সম্মিলিত রিটার্নের প্রস্তাব রাখছি যার নাম হবে ই-সহজ। এই নতুন ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের সময় ও খরচ বাঁচাবে।

৩.১০। মাননীয় সদস্যগণ, শুরু থেকেই এই নতুন সরকার কর ব্যবস্থার সরলীকরণের উপর জোর দিয়ে আসছে। আমরা ইতিমধ্যেই রাজ্যের বাইরে থেকে পণ্য সামগ্রী আমদানীর জন্য বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায় ওয়েবিল নেওয়ার পদ্ধতির সরলীকরণ করেছি এবং আগেকার দুটি আংশিক ওয়েবিল তৈরীর জটিল পদ্ধতির জায়গায় সহজ পদ্ধতিতে মাত্র একটি ওয়েবিল তৈরীর ব্যবস্থা করেছি। এই পদ্ধতির আরও সরলীকরণের জন্য আমি অরেজিস্ট্রিকৃত ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও এই বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ওয়েবিল চালু করার প্রস্তাব করছি।

৩.১১। বর্তমানে VAT আইনে অডিটে কোন অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে বিভাগীয় অফিসারকে বাধ্যতামূলকভাবে অ্যাসেস্‌মেন্ট শুরু করতে হত। মাননীয় সদস্যগণ, ২০১১ সালের অর্থ বিলের মাধ্যমে এ ব্যাপারে একটি বড় ধরনের সংস্কার করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে ব্যবসায়ী যদি অডিট রিপোর্ট মেনে কর জমা দিয়ে দেন, তাহলে আর অ্যাসেস্‌মেন্ট শুরু করার দরকার হবে না।

আমি এখন আরও সংশোধনী আনার প্রস্তাব রাখছি। ব্যবসায়ী যদি অডিট রিপোর্ট নাও মেনে নেন, তাহলেও অ্যাসেস্‌মেন্ট শুরু হবে না। সে ক্ষেত্রে অডিট রিপোর্টটি নির্দিষ্ট কিছু সময়ের পরে নিজের থেকেই ডিমান্ড নোটিশে পালটে যাবে। এই প্রস্তাবিত সংশোধনের ফলে ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অডিট ও অ্যাসেস্‌মেন্টের সময় অন্তত ১২ মাস কমে যাবে।

৩.১২। VAT আইন অনুযায়ী কোন রেজিস্ট্রিকৃত ব্যবসায়ীর বিক্রীর পরিমাণ বছরে ১·৫ কোটি টাকার বেশী হলে, সেই ব্যবসায়ীকে সেই বছরের জন্য এক কপি লাভ-ক্ষতির বিবরণ ও ব্যালান্স-সীট দাখিল করতে হয়। এছাড়াও এর সাথে জমা দিতে হয় কোন চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট বা কস্ট অ্যাকাউনটেন্ট দ্বারা তৈরী অডিটেড রিপোর্ট।

ছোট ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে এই অডিট রিপোর্ট জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি বিক্রীর সীমাকে বর্তমানের ১·৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩·০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি। তাঁরা চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট বা কস্ট অ্যাকাউনটেন্টের তৈরী করা অডিট রিপোর্টের বদলে একটি 'সেলফ অডিটেড স্টেটমেন্ট' জমা দিলেই চলবে। এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সুযোগ পাবেন প্রায় ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ব্যবসায়ী। আমি নিশ্চিত যে এই ব্যবস্থাকে ছোট ব্যবসায়ীরা ব্যাপকভাবে স্বাগত জানাবেন।

৩.১৩। মাননীয় সদস্যগণ, বিগত ১লা আগস্ট, ২০১১ থেকে বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তৈরীর একটি সহজ পদ্ধতি চালু করেছিলাম যাতে ব্যক্তিগত হাজিরা বা শুনানির প্রয়োজন ছিল না।

এই সংস্কার প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে আমি একটি বিশেষ অ্যামনেস্টি স্কিম ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত চালু করার প্রস্তাব রাখছি সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য, যারা করের আওতায় আসা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন করেননি। এধরনের ব্যবসায়ীদের দায়ভার ঘোষণা করার এবং ঘোষিত মোট বিক্রয়ের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ কর হিসাবে জমা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার একটি শেষ সুযোগ দেওয়া হবে। এই অবস্থায় ব্যবসায়ীকে তাঁর এ পর্যন্ত অঘোষিত দায়ভারের জন্য বা রেজিস্ট্রেশন না করার জন্য কোন সুদ বা জরিমানা দিতে হবে না। আমি আশা করি যে অরেজিস্ট্রিকৃত ব্যবসায়ীগণ এ সুযোগ নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসবেন এবং আইন মেনে খোলাখুলিভাবে ব্যবসা করবেন।

৩.১৪। মাননীয় সদস্যগণ, বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমা কমানোর জন্য আমরা দৃঢ়ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মামলাগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য ২০১১ সালের অর্থ বিলে বিক্রয়কর ও VAT সংক্রান্ত পুরানো মামলাগুলি পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর অ্যাপিলেট ও রিভিশনাল বোর্ড থেকে ফাস্ট ট্র্যাক অ্যাপিল অথরিটিকে হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি এই সভাকে আশ্বাস দিতে পারি যে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় ৩,৬০০ মামলার নিষ্পত্তি করতে পারব। আমি VAT আইনে অ্যাসেস্‌মেন্ট প্রক্রিয়ায় প্রথম আপিল স্তরে একটি নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাব রাখছি। এই ব্যবস্থাতে বিতর্কিত করের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকার বেশী হলে একাধিক আধিকারিক নিয়ে গঠিত একটি আপিল ফোরাম মামলাগুলির নিষ্পত্তি করবে।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমরা ২০১২-১৩ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যে অনলাইনে আপিল পিটিশন জমা করার ব্যবস্থা করবো।

৩.১৫। মাননীয় সদস্যগণ, ২০১০-১১ সালের শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনটি পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক মারফত অনলাইনে বাণিজ্যকর ও বৃত্তিকর জমা দেওয়া যেত। এই ব্যাঙ্কগুলি হল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বর্তমানে এগারোটি পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক অনলাইনে বাণিজ্যকর ও বৃত্তিকর জমা নিতে পারে। এর ফলে ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যাঙ্ক বেছে নেওয়ার সুযোগ অনেক বেড়ে গেছে। আমরা আশা করি যে ২০১২-১৩-র মধ্যে বাকী পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলিও অনলাইনে বাণিজ্যকর ও বৃত্তিকর জমা নিতে পারবে।

৩.১৬। অনেক ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে বিক্রয় কর, VAT রিটার্ন ও অন্যান্য কর বিষয়ক কাগজপত্র তৈরীর জন্য পেশাদার ব্যক্তিদের দ্বারা পরিষেবার ব্যয় বহন করা কষ্টসাধ্য। মাননীয় সদস্যগণ, আমি আনন্দের

সঙ্গে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে VAT রিটার্ন ও কর সংক্রান্ত অন্যান্য কাজে সহায়তা প্রদান করার জন্য 'VAT রিটার্ন প্রিপেয়ারারস' (VRPs) নামে একটি নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব রাখছি। এই প্রকল্পে স্নাতক যুবক-যুবতীদের, সহায়ক রূপে রিটার্ন তৈরী ও অন্যান্য কর সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১২-১৩-র মধ্যে প্রায় ১০০০ জন স্নাতককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি। প্রশিক্ষণের শেষে প্রত্যেক স্নাতককে বাণিজ্যকর দপ্তর থেকে একটি যোগ্যতার শংসাপত্র দেওয়া হবে। এর পর ঐ সহায়করা ব্যবসায়ীদের রিটার্ন তৈরী ও অন্যান্য কর সংক্রান্ত বিষয়ে পরিষেবা দিতে পারবেন। আমি এও প্রস্তাব রাখছি যে, সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের কর্মহীন স্নাতকদের প্রশিক্ষণ-ব্যয়ের একটি অংশ সরকার বহন করবেন। আমরা দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসাবে কর্মহীন স্নাতকদের বিক্রয় কর ও VAT রিটার্ন তৈরীর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি।

৩.১৭। মাননীয় সদস্যগণ, মোটর গাড়ী বিক্রীর জন্য মোটর গাড়ী কর আইনে যে কর, তার উপরেও ভ্যাট (VAT) দিতে হয়—করের উপর কর।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি প্রস্তাব করছি যে মোটর গাড়ী কর আইনে যে কর দিতে হয় তার উপর ভ্যাট ধার্য হবে না। ভ্যাট আইনে 'বিক্রয় মূল্যের' সংজ্ঞা সেই অনুযায়ী সংশোধন করা হবে।

বর্তমানে যে সমস্ত ব্যবসায়ী মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ দিয়ে মোটর গাড়ী মেরামতির কাজ করেন, তারা এই যন্ত্রাংশ কেনার সময় যে ভ্যাট দেন, সেগুলি নেগেটিভ লিস্টে থাকার জন্য তার উপর কোন কর ছাড় বা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পান না। এই ব্যবসায়ীদের বহু দিনের দাবি মেনে আমি ভ্যাট আইনে নেগেটিভ লিস্টে সংশোধন করার প্রস্তাব রাখছি।

৩.১৮। মাননীয় সদস্যগণ, ভ্যাট আইনে আমরা ইতিমধ্যেই ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালে ব্যবসায়ীদের বছরের বিক্রী ৩ কোটি টাকার কম হলে ডিমড্ অ্যাসেস্মেন্টের সংস্থান করেছি। এই ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের ঘোষণাপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১১। আমি আনন্দের সঙ্গে ২০১০-১১ সালের জন্য বিক্রীর এই সীমাকে ৩ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ কোটি টাকা করছি। এছাড়া, ২০১০-১১ সালের জন্য ঘোষণাপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ৩০শে জুন, ২০১২ করার প্রস্তাব রাখছি।

৩.১৯। মাননীয় সদস্যগণ, বর্তমানে ছোট রেস্টুরেন্ট, খাওয়ার জায়গা, ধাবা যাদের বছরের বিক্রীর পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, তারা ভ্যাট আইন অনুযায়ী বিক্রীর উপর ৪ শতাংশ হারে কর দেয়। আমি আনন্দের সঙ্গে এই ১৫ লক্ষের সীমাকে বাড়িয়ে ২৫ লক্ষ করার প্রস্তাব রাখলাম।

৩.২০। মাননীয় সদস্যগণ, পশ্চিমবঙ্গে পণ্য সামগ্রী আমদানি করার জন্য ওয়েবিল নেওয়ার পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। আমি এজন্য রাজ্যে বেআইনি পণ্য প্রবেশের জন্য দণ্ডমূলক ব্যবস্থাকে যুক্তিযুক্ত করতে চাই। বর্তমান আইন অনুযায়ী বেআইনি পণ্য প্রবেশের জন্য, মূল্যের ৩০ শতাংশ জরিমানা করা হয় ৪ শতাংশ VAT-যুক্ত পণ্য-মূল্যের উপর। বেআইনি পণ্য প্রবেশের জন্য মূল্যের ৫০ শতাংশ জরিমানা ধার্য করা হয়, ১৩·৫ শতাংশ VAT-যুক্ত পণ্য-মূল্যের উপর। আমি বাজেয়াপ্ত করা দ্রব্যের উপর এই জরিমানার পরিমাণ ৪ শতাংশ VAT-যুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ ও ১৩.৫ শতাংশ VAT-যুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব রাখছি।

৩.২১। মাননীয় সদস্যগণ, উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলার ব্যবসায়ীরা কলকাতায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর অ্যাপিলেট ও রিভিশনাল বোর্ডের উত্তরবঙ্গে ক্যাম্প অফিস করার ব্যাপারে ক্রমাগত দাবি করে আসছেন যাতে তাদের আপিল ও রিভিশনাল মামলাগুলির সেখানেই নিষ্পত্তি হতে পারে।

আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর অ্যাপিলেট ও রিভিশনাল বোর্ডের ক্যাম্প প্রত্যেক তিন মাসে ১ বার করে, বছরে ৪ বার উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে।

৩.২২। মাননীয় সদস্যগণ, বৃত্তিকর বা প্রফেশন ট্যাক্স এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজস্বের উৎস।

আমি আনন্দের সঙ্গে চাকুরীজীবীদের জন্য এই বৃত্তিকরের ছাড়ের সীমা প্রত্যেক মাসের জন্য ৩,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫,০০০ টাকা করার প্রস্তাব রাখছি। এছাড়া আমি ২০১০-১১ অর্থবর্ষের জন্য ডিম্‌ড অ্যাসেস্‌মেন্টের প্রস্তাব রাখছি।

৩.২৩। মাননীয় সদস্যগণ, আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন অ্যাসিসটেন্স স্কিমে অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র সংস্থার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য, আধুনিকীকরণের জন্য ও বিক্রয় সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকি। এই আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সময়সীমা ৩১.০৩.২০১২-তে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

আমি আনন্দের সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র সংস্থাকে এই আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সময়সীমা আরও এক বছরের জন্য বাড়িয়ে ৩১.০৩.২০১৩ করার প্রস্তাব রাখছি।

৩.২৪। মাননীয় সদস্যগণ, পশ্চিমবঙ্গে সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের বর্তমান ব্যবস্থাপনায় সব সময় জাল নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প কাগজ ব্যবহারের ভয় থাকে। রাজ্য সরকার এজন্য অনুমোদিত ব্যাঙ্কের নেট-ব্যাঙ্কিং বা ব্যাঙ্কের কাউন্টারে টাকা জমা দেওয়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে 'ই-স্ট্যাম্পিং' ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই পদ্ধতিতে রাজ্য সরকার নিরাপদভাবে স্ট্যাম্প ডিউটি সংগ্রহ করতে পারবেন বৈদ্যুতিন সেন্ট্রালাইজড রেভেনিউ রিসিভিং সিস্টেমের মাধ্যমে। আশা করা যায় যে এই ব্যবস্থা ২০১২-র জুন মাসের মধ্যে কার্যকর হয়ে যাবে।

৩.২৫। মাননীয় সদস্যগণ, সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনে ইচ্ছুক নাগরিকদের জন্য রাজ্য সরকার একটি 'অ্যাডভান্স কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' চালু করতে চাইছেন। এই ব্যবস্থায় ইচ্ছুক ব্যক্তি রেজিস্ট্রি অফিসে একটি ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে তাঁর সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশনের অগ্রগতি দেখতে পারবেন। তাঁর দলিল তৈরী হয়ে গেলে একটি SMS মারফত তিনি খবর পাবেন। আলিপুর সাব রেজিস্ট্রারের অফিসে এই ব্যবস্থা প্রথম চালু হবে জুন, ২০১২ থেকে।

৩.২৬। মাননীয় সদস্যগণ, এতদিন পর্যন্ত জমির মালিক এবং ডেভেলপার/প্রমোটারদের মধ্যে চুক্তির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আইনের এই শূন্যতার জন্য কখনও কখনও সমস্যা তৈরী হয়েছে।

বিশেষ করে ছোট জমির মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি যে ইন্ডিয়ান স্ট্যাম্প অ্যাক্টে কিছু সংশোধনী এনে চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রেশনের জন্য নামমাত্র স্ট্যাম্প ডিউটি নেওয়ার একটি স্বেচ্ছা প্রকল্প চালু করার। এই ধরনের ব্যবস্থা আবাসিক গৃহ এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের চুক্তির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই চালু আছে।

যে সকল জমির মালিকরা এই নতুন প্রকল্পের আওতায় আসতে ইচ্ছুক হবেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যবস্থাই চালু থাকবে। একইভাবে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা কার্যকর হবে।

৩.২৭। মাননীয় সদস্যগণ, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত চা বাগানগুলিকে ১৯৭৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও উৎপাদন আইনের অধীনে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সেস্ দিতে হয়। এছাড়াও ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা আইনের অধীনে শিক্ষা সেস্ দিতে হয়। অল্পহারে সুদ দেওয়ার একটি সুবিধাজনক প্রকল্প এদের জন্য ৩১.৩.২০১১ পর্যন্ত চালু ছিল।

২০১১-১২ সালে ঐ দুটি সেস্ দেওয়ার কোন ছাড় ছিল না এবং সুদের এই সুবিধাজনক প্রকল্পও আগের সরকার তুলে দিয়েছিল। আমাদের রাজ্যের চা বাগানগুলি এখন পুরানো দুরবস্থা কাটিয়ে উঠছে। তাদের এই চেষ্টায় রাজ্য সরকারের সাহায্য করা দরকার। তাই রাজ্যে চা শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করার জন্য এবং চা শিল্পে নিযুক্ত হাজার হাজার কর্মীর সুবিধার জন্য এই দুই ধরনের সেস্ দেওয়া থেকে চা বাগানগুলিকে ২০১২-১৩ সালের জন্য ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব করছি। এছাড়াও আমি ৩১.৩.১২-তে বকেয়া সেস্-এর উপর জরিমানা মকুব ও কম হারে সুদের প্রস্তাব রাখছি এই শর্তে যে, কম হারে বকেয়া সুদের পুরোটাই ৩১.৩.২০১৩-র মধ্যে দিতে হবে।

৩.২৮। মাননীয় সদস্যগণ, অধিকাংশ রাজ্যই মোটর গাড়ীর উপরে সারা জীবনের জন্য একবারই কর সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু করেছেন। আমি এখন মোটর গাড়ীর উপরে সারা জীবনের জন্য কর ব্যবস্থার প্রস্তাব রাখছি। এই কর মোটর গাড়ীর শোরুমের দামের উপর ধার্য করা হবে। গাড়ীর রেজিস্ট্রেশনের সময় বর্তমানে দরখাস্তকারীকে নানা রকম কর

দিতে হয়, যেমন পথকর, অতিরিক্ত পথকর, ভিডিও কর, অডিও কর, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, বিশেষ কর ও অন্যান্য সম্পর্কিত কর। এই সমস্ত করকে মাত্র একটি কর-এ মিশিয়ে দিতে পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

মোটর গাড়ীর উপর সারা জীবনের জন্য এই কর দেওয়ার পাশাপাশি, ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য অবশ্য পাঁচ বছরের জন্য কর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে। আমরা খুশি যে পরিবহন দপ্তর ডিলারদের মাধ্যমে অনলাইনে মোটর গাড়ী রেজিস্ট্রেশনের পরিকল্পনা করেছে।

৩.২৯। আবগারি শুল্ক কাঠামোয় সরলীকরণ ও স্বচ্ছতা আনার উদ্দেশ্যে এবং কর ফাঁকি দেওয়া বন্ধ করতে, আমি দেশি মদের ক্ষেত্রে MRP-র উপর ভিত্তি করে এড ভ্যালোরেম ডিউটি প্রবর্তন করতে চাই। এই লক্ষ্যে ২০১০ সালের পশ্চিমবঙ্গ আবগারি (দেশি মদ) বিধির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে।

৩.৩০। মাননীয় সদস্যগণ, এ রাজ্যে বাণিজ্য ও শিল্পায়নের স্বার্থে পরিকাঠামোগত সুবিধা এবং উপযোগী বাণিজ্যিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমান সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন সড়ক উন্নয়ন, নতুন সড়ক নির্মাণের উপর যা উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে বিপণন কেন্দ্রের সংযুক্তি করবে। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ও গুদাম ব্যবস্থার উন্নতির প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই সকল প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপ দিতে সরকারের অর্থভাণ্ডার থেকে বহুল পরিমাণ ব্যয় প্রয়োজন।

মাননীয় সদস্যগণ, এই ব্যয় মেটানোর জন্য আমি একটি নতুন বিলের প্রস্তাব রাখছি। রাজ্যের স্থানীয় অঞ্চলে পণ্য প্রবেশের জন্য কর ধার্য করার উদ্দেশ্যে হবে এই বিল। এর মাধ্যমে রাজ্যে একটি 'কম্পেনসেটরি এন্ট্রি ট্যাক্স ফান্ড' গঠন করা সম্ভব হবে।

৩.৩১। মাননীয় সদস্যগণ, ডোমেস্টিক এল.পি.জি.-র দাম বৃদ্ধির ফলে সাধারণ নাগরিকের দুর্দশার কথা চিন্তা করে আমরা ইতিমধ্যেই ২০১১ সালে ডোমেস্টিক এল.পি.জি.-কে ভ্যাটের আওতা থেকে বাদ রেখেছি। এর ফলে এই খাতে আমাদের অনেক রাজস্ব পরিহার করতে হয়েছে। এখন আমি প্রস্তাব রাখছি যে ডোমেস্টিক এল.পি.জি.-র খালি সিলিন্ডার এবং বেলুন-কে ভ্যাটের আওতা থেকে বাদ রাখার জন্য। আমি আরও প্রস্তাব রাখছি যে পনীর বিক্রির উপরে ধার্য কর ১৩.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ করার জন্য। বর্তমানে কাঠের বাক্স, প্যাকিং সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই আমি প্রস্তাব রাখছি কাঠের বাক্সের উপর করের হার ১৩.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশে আনার জন্য। ঘুড়ি বানানোর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটীর সংস্থাগুলির সুবিধার্থে আমি প্রস্তাব রাখছি যে ঘুড়ির কাঠির উপর করের হার ১৩.৫ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশে কমিয়ে আনার।

মাননীয় সদস্যগণ, আমি কিছু উচ্চমূল্য বিলাসদ্রব্যের উপর বর্দ্ধিত করের হার ধার্য করার প্রস্তাব রাখছি। ১০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের মোটর গাড়ী, টেলিভিশন যার সর্বাধিক খুচরো দর (Maximum Retail Price) ২৫,০০০ টাকার বেশী, মোবাইল ফোন যার সর্বাধিক খুচরো দর ২০,০০০ টাকার বেশী, ঘড়ি যার সর্বাধিক খুচরো দর ১৫,০০০ টাকার বেশী এবং বাতানুকূল যন্ত্র যার ক্ষমতা (ক্যাপাসিটি) ১ টনের অধিক—এই সকল দ্রব্যের উপর করের হার ১৩.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৪.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব রাখছি।

৩.৩২। মাননীয় সদস্যগণ, ২০১২-১৩ সালের পরিকল্পনা খাতের প্রতিশ্রুতি মেটাবার জন্য, আমি রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে ২৩,৩৭১.৪৪ কোটি টাকা ধার্য করার প্রস্তাব রাখছি যা গতবারের মোট ব্যয়ের তুলনায় ১১.৫৬ শতাংশ বেশি। এছাড়া, আগের অনুচ্ছেদগুলিতে

বর্ণিত নতুন প্রকল্পগুলি প্রবর্তনের জন্য আমি অতিরিক্ত ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। এই অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টি হবে উপরে উল্লিখিত কর প্রস্তাব রূপরেখার মাধ্যমে। আগামী বছরের মোট ঘাটতির পরিমাণের সম্ভাব্য হিসাব ৯ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। এই বাজেট প্রস্তাব সমাপ্তির জন্য আমি আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষকে অভিবাদন জানাই এবং আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই মহতী সভাতে এই বাজেট উপস্থিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি আশা করি এই বাজেটে মহান রাজ্যের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে শুরু করেছিলাম এবং এখন স্বামী বিবেকানন্দের বাণী দিয়ে শেষ করতে চাই ঃ—

প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্যের জনক।
এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। দরিদ্র ও
পদদলিতদের আমরণ সহানুভূতি ও
সহায়তা করিতে হইবে—ইহাই আমাদের
মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ!

———

আর্থিক বিবরণী, ২০১২-২০১৩

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০১২-২০১৩

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০১০-২০১১	বাজেট, ২০১১-২০১২	সংশোধিত, ২০১১-২০১২	বাজেট, ২০১২-২০১৩
আদায়				
১। প্রারম্ভিক তহবিল	১০১.৫৯	(-)২৮৩৮.০১	১৬৯.২৪	(-)৩.০০
২। রাজস্ব আদায়	৪৭২৬৪.২০	৬৫৮৪৭.৯১	৫৯১৪৩.৮৯	৭৬৭৪৩.৩৮
৩। ঋণখাতে আদায়				
(১) সরকারী ঋণ	৪৩১১৮.৬২	৩৩৪৪৫.৪২	৪৬৭০৬.৬৬	৪১৫৪২.৭৩
(২) ঋণ	৩৭২.৪৮	১৬৩.৩৪	৪৯.৫৮	৫৩.৬০
৪। আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	২০১৩৭৩.৫৪	২০৫০২৯.৮৪	২১২০৩৪.৮৬	২১০১৩১.৫৩
মোট	**২৯২২৩০.৪৩**	**৩০১৬৪৮.৫০**	**৩১৮১০৪.২৩**	**৩২৮৪৬৮.২৪**
ব্যয়				
৫। রাজস্বখাতে ব্যয়	৬৪৫৩৮.১৬	৭৪১৩৮.৭৪	৭৬৪১৭.৪১	৮৩৭১৯.৩৯
৬। মূলধনখাতে ব্যয়	২২২৫.৭৫	৬৮৫৬.৬৮	৩৮৮৫.৮৬	৮২৮০.৮৭
৭। ঋণখাতে ব্যয়				
(১) সরকারী ঋণ	২৫১৬৪.২৬	১৬০৭৩.৮৮	২৭১০২.৬৪	২২৪৫২.২৫
(২) ঋণ	৪০৭.৭৩	৫৭৭.২১	৫৭৪.৪০	৭১৬.০১
৮। আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	১৯৯৭২৫.২৯	২০৬৮৪৩.৬৮	২১০১২৬.৯২	২১৩৩০৪.৭২
৯। সমাপ্তি তহবিল	১৬৯.২৪	(-)২৮৪১.৬৯	(-)৩.০০	(-)৫.০০
মোট	**২৯২২৩০.৪৩**	**৩০১৬৪৮.৫০**	**৩১৮১০৪.২৩**	**৩২৮৪৬৮.২৪**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০১০-২০১১	বাজেট, ২০১১-২০১২	সংশোধিত, ২০১১-২০১২	বাজেট, ২০১২-২০১৩
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (-)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)১৭২৭৩.৯৬	(-)৮২৯০.৮৩	(-)১৭২৭৩.৫২	(-)৬৯৭৬.০১
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	১৭৩৪১.৬১	৮২৮৭.১৫	১৭১০১.২৮	৬৯৭৪.০১
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	৬৭.৬৫	(-)৩.৬৮	(-)১৭২.২৪	(-)২.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	১৬৯.২৪	(-)২৮৪১.৬৯	(-)৩.০০	(-)৫.০০
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/অতিরিক্ত বরাদ্দ/ অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা				
(১) রাজস্বখাতে	..	..	..	..
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	..	..	..	..
(চ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ				
(১) রাজস্বখাতে	..	..	..	(-)৮২.০০
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	..	..	..	(-)১২২.০০
(ছ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	..	..	..	২০০.০০
(জ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)১৭২৭৩.৯৬	(-)৮২৯০.৮৩	(-)১৭২৭৩.৫২	(-)৬৮৫৮.০১
(ঝ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	১৬৯.২৪	(-)২৮৪১.৬৯	(-)৩.০০	(-)৯.০০